জনকণ্ঠ

AUG. 20 2006

বিশ্ববিদ্যালয়ের নামে সাইনবোর্ড ঝুলিয়ে উত্তরায় রমরমা শিক্ষাবাণিজ্য

মোশতাক আহমেদ

সম্পূর্ণ ভুয়া কাগজপত্র দেখিয়ে সরকারের অনুমোদন ছাড়াই একটি বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিশ্ববিদ্যালয়ের সাইনবোর্ড ঝুলিয়ে রাজধানী উত্তরায় রমরমা শিক্ষা বাণিজ্য করে যাচ্ছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় কিংবা বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের কারও কোন অনুমোদন না থাকলেও এ ধরনের প্রতিষ্ঠান বিবিএ-এমবিএসহ বিভিন্ন বিষয়ে ডিগ্রী দিচ্ছে। খোদ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের তদন্ত রিপোর্টে এসব চিত্র ফুটে উঠেছে। কমিশন এটিকে বন্ধের সুপারিশ করে রিপোর্ট তৈরি করেছে। কয়েক দিনের মধ্যেই রিপোর্টটি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে জমা দেয়া হবে।

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান জনকণ্ঠকে বলেন, পুরো বিষয়টি আমরা তদন্ত করে দেখেছি, এটি শিক্ষা মন্ত্রণালয় কিংবা বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন কারও কোন অনুমোদন নেই। অনুমোদন ছাড়াই বেশ কয়েক বছর ধরে প্রতিষ্ঠানটি বিবিএ-এমবিএসহ বিভিন্ন বিষয়ে ডিগ্রী দিয়ে আসছিল। পড়াশোনার কথা বলা হলেও কার্যত এখানে সার্টিফিকেট বিক্রি ছাড়া আর কিছুই হচ্ছে না। বেশ কয়েক বছর ধরে এভাবে চলার পর শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে আমরা তদন্ত

জন্য সুপারিশ করে রিপোর্ট তৈরি করেছি। পর্যালোচনা শেষে কয়েক দিনের মধ্যেই রিপোর্টটি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে জমা দেব। আশা করছি শিক্ষা মন্ত্রণালয় এ বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা নেবে। তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, শিক্ষা নিয়ে যেভাবে বাণিজ্য চলছে তা বন্ধ না করলে এর পরিণতি খুবই খারাপ হবে। কারণ গুণগত শিক্ষা অর্জন না করে কেবল সার্টিফিকেট সংগ্রহ করে কোন কাজে আসবে না। তাই শিক্ষা নিয়ে বাণিজ্যকরা এসব কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেয়া

মঞ্জুরি কমিশন রিপোর্টে বন্ধের সুপারিশ

উচিত। সূত্র মতে, বেশ কয়েক বছর ধরেই রাজধানীর উত্তরায় 'দি ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি' নামে একটি বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা কার্যক্রম চালিয়ে আসছে। সরকারের অনুমোদন রয়েছে এমন কথা বলে চটকদার বিজ্ঞাপন দিয়ে শিক্ষার্থীদের আকৃষ্ট করে তারা লাখ লাখ টাকার বিনিময়ে ছাত্র ভর্তি করে ব্যবসা করে আসছিল। বিবিএ, এমবিএ থেকে শুরু করে নামীদামী বিষয় খুলে তারা

স্ত্রী ইউনিভার্সিটির উপাচার্য এমন কথা প্রকাশ পাওয়ার পর শিক্ষা মন্ত্রণালয় বিষয়টি তদন্ত করার জন্য মঞ্জুরি কমিশনকে নির্দেশ দেয়। মঞ্জুরি কমিশন গত কিছুদিন ধরে ব্যাপক অনুসন্ধান চালিয়ে জানতে পারে বিশ্ববিদ্যালয়টি পুরোপুরি মিথ্যার ওপর ভর করে চলছে। প্রতিমন্ত্রীর স্ত্রীকে উপাচার্য করার বিষয়টিও পুরোপুরি ভুয়া। প্রতিমন্ত্রীর স্ত্রী বিশ্ববিদ্যালয়টির উপাচার্য হওয়া দূরের কথা, তিনি এর কেউ নন বলে জানান। এরপর মঞ্জুরি কমিশন তদন্ত করে দেখতে পায় শিক্ষা মন্ত্রণালয় কিংবা বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন কারও কোন অনুমোদন ছাড়াই বিশ্ববিদ্যালয়টি শিক্ষা কার্যক্রম চালাচ্ছে। কোর্স কারিকুলাম কিংবা কোন বিষয় বা অনুষদ খোলার ব্যাপারেও তাদের কোন অনুমোদন নেই। অথচ অনুমোদন আছে এমন কথা বলেই শিক্ষার্থীদের আকৃষ্ট করে প্রচুর টাকার বিনিময়ে ছাত্র ভর্তি করা হয় এখানে। রিপোর্টে বলা হয়, পড়াশোনার পরিবর্তে এখানে মূলত সার্টিফিকেট বিক্রি ছাড়া আর কিছুই হচ্ছে না। যেভাবে একটি বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় চলার কথা তার কোন বালাই নেই এখানে। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক আসাদুজ্জামান রিপোর্টের এসব চিত্র উল্লেখ করে বলেছেন, কোন রকম অনুমোদন ছাড়াই একটি ভাড়া করা বাড়িতে কোচিংয়ের মতো চলছে এর কার্যক্রম।